নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

- ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ ও জারী করে। এই ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার নারী ও পুরুষভেদে সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু দেখা যায় এই ঘোষণায় নারীর বিশেষ কিছু অধিকার উপেক্ষিত হয়েছে যা কেবলমাত্র নারীর জন্য প্রযোজ্য।
- মানবাধিকারের ঘোষণায় নারীর এ সকল অধিকার উপেক্ষিত হওয়ার কারণে তারা নির্যাতিত ও বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের অগ্রগতি এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে **'বিশ্ব নারী বর্ষ'** হিসাবে ঘোষনা করে।
- এ সময় নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বিশ্বব্যাপী বাস্তবসম্মত কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। কিন্তু নারী বর্ষ শেষে দেখা গেল নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য এক বছর সময় খুবই কম। এই উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৬-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এই এক দশক কালকে নারী উন্নয়ন দশক ঘোষণা করা হয়। এই উন্নয়ন কর্মসূচীর ফলশ্রুতিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে ১৮ই ডিসেম্বর "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ" গৃহীত হয়।
- ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ সনদে সাক্ষর শুরু হয়।
- ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে এ সনদ কার্যকর হয়।
- বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে সিডও সনদ সাক্ষর ও অনুমোদন করেন।
- বাংলাদেশ সাক্ষরের সময় সনদের অনুঃ ২ ও ১৩ (ক) ও অনুঃ ১৬ (১) (গ) (চ) সংরক্ষণ রেখেছিল।
- পরবর্তীতে ২ এবং ১৬ (১) (গ) সংরক্ষিত রেখে বাকী অনুচ্ছেদগুলো থেকে সংরক্ষণ তুলে নেয়া হয়।
- এই সনদে মোট ৩০টি অনুচ্ছেদ আছে। এই অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ৩-১৬ পর্যন্ত মোট ১৪টি নারীর অধিকার সংক্রান্ত এবং বাকীগুলো এর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত।

সিডও সনদের ১-১৬ অনুচ্ছেদগুলো ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

অনুচ্ছেদ ১

এই সনদে, "নারীর প্রতি বৈষম্য" বলতে বুঝাবে পুরুষ-নারী ভিত্তিতে যে কোনো পার্থক্য, বঞ্চনা অথবা বিধিনিষেধ যার মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়া, তা ভোগ করা, অথবা বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে, পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে নারীর দ্বারা তার ব্যবহার বা চর্চা, ক্ষতিগ্রস্থ অথবা রদ করার মত প্রভাব বা উদ্দেশ্য রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২

সিডও সনদে শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি সকল প্রকারের বৈষম্যের নিন্দা করে এবং উপযুক্ত সকল উপায় ও অবিলম্বে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের একটি নীতি অনুসরণে সম্মত হয়। এই লক্ষ্যে, তারা যা যা করবে বলে অঙ্গীকার করে, তা হচ্ছেঃ

(ক) পুরুষ ও নারীর সমতার নীতি তাদের জাতীয় সংবিধান অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত আইনে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করা এবং আইনের মাধ্যমে ও অন্যান্য উপযুক্ত উপায়ে এই নীতির প্রকৃত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(খ) নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য নিষিদ্ধ করে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে আইন মানতে বাধ্য করার ব্যবস্থাসহ, যথোপযুক্ত আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকারসমূহের সুরক্ষা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং উপযুক্ত জাতীয় আদালত ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোনো বৈষম্য থেকে নারীকে রক্ষা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা;

(ঘ) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক যে কোনো কর্মকান্ডে নিয়োজিত হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে এই দায়িত্ব অনুসারে কাজ করে, তা নিশ্চিত করা;

(ঙ) কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যাতে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(চ) প্রচলিত যেসব আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলো পরিবর্তন অথবা বাতিল করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ছ) যে সব জাতীয় দণ্ড বিধান নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলো বাতিল করা ।

অনুচ্ছেদ ৩

পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহ প্রয়োগ ও ভোগে নারীকে নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং নারীর পূর্ণ উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, শরীক রাষ্ট্রসমূহ সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

অনুচ্ছেদ ৪

১। পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে সমতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে, শরীক রাষ্ট্রসমূহ কোনো অস্থায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা এই সনদে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বৈষম্য হিসাবে বিবেচনা করা হবে না, তবে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ কোনোভাবেই অসম অথবা পৃথক মান বজায় রাখার ফল হিসাবে যুক্ত হবে না; সুযোগ ও আচরণের সমতার লক্ষ্য অর্জিত হলে এসব ব্যবস্থা রহিত করা হবে ।

২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ মাতৃত্ব রক্ষার লক্ষ্যে এই সনদে বর্ণিত ব্যবস্থাসহ কোনো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে না ।

অনুচ্ছেদ ৫

শরীক রাষ্ট্রসমূহ নিচে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

(ক) পুরুষ ও নারীর মধ্যে কেউ উৎকৃষ্ট অথবা কেউ নিকৃষ্ট, এই ধারণার ভিত্তিতে কিংবা পুরুষ ও নারীর চিরাচরিত ভূমিকার ভিত্তিতে যে সব কুসংস্কার, প্রথা ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে পুরুষ ও নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের ধরণ পরিবর্তন করা;

(খ) মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ হিসাবে যথাযথভাবে বিবেচনা এবং সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয় এ কথা স্মরণ রেখে সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও উন্নয়ণে পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয় যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা নিশ্চিত করা ।

অনুচ্ছেদ ৬

শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীকে নিয়ে সব ধরণের অবৈধ ব্যবসা এবং দেহ ব্যবসার আকারে নারীর শোষণ দমন করার লক্ষ্যে আইন প্রণযনসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

অনুচ্ছেদ ৭

শরীক রাষ্ট্রসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও জন জীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে, পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে, যে সব ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করবে সেগুলো হচ্ছেঃ

(ক) সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদান এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থা সমূহের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া;

(খ) সরকারী নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও সরকারের সকল পর্যায়ে সরকারী কাজকর্ম সম্পাদন;

(গ) দেশের জনজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থা ও সমিতি সমূহের কাজে অংশগ্রহণ।

অনুচ্ছেদ ৮

শরীক রাষ্ট্রসমূহ, পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে এবং কোনো রকম বৈষম্য ছাড়াই, নারীর জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজ নিজ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৯

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন অথবা তা বজায় রাখতে নারীকে পুরুষের মতই সমান অধিকার প্রদান করবে। রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে নিশ্চিত করবে যে একজন বিদেশীর সঙ্গে বিবাহ অথবা বিবাহ চলাকালে স্বামীর জাতীয়তা পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে স্ত্রীর জাতীয়তা পরিবর্তিত হবে না, তাঁকে জাতীয়তাহীন করবে না অথবা স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণে তাঁকে বাধ্য করা হবে না।

২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ, নারীকে তাঁর সন্তান-সন্ততির জাতীয়তার ক্ষেত্রে পুরুষের মতই সমান অধিকার প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ ১০

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে যেসব বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছেঃ

ক) কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলী; স্কুল-পূর্ব, সাধারণ, কারিগরী, পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরণের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে এই সমতা নিশ্চিত করা।

খ) সহশিক্ষা এবং পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্য ধরণের শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচী সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরণের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যে কোনো ধারণা দূরীকরণ;

গ) বৃত্তি এবং অন্যান্য শিক্ষা মঞ্জুরী থেকে লাভবান হওয়ার একই সুযোগ প্রদান;

ঘ) বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচীসহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচী, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান যে কোনো দূরত্ব সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচীসমূহে সুযোগ লাভের একই সুবিধা প্রদান;

ঙ) ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং যেসব বালিকা ও মহিলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন, তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন;

চ) খেলাধূলা ও শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য একই সুযোগ প্রদান;

ছ) পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শসহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

অনুচ্ছেদ ১১

১। পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে তাদের একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নে বর্ণিত অধিকারসমূহ, নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্ব প্রকার নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ক) সকল মানুষের মৌলিক কর্মসংস্থানের অধিকার;

খ) কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে একই বাছাই মান প্রয়োগসহ একই নিয়োগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার;

গ) পেশা ও চাকুরী স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার অধিকার; পদোন্নতি, চাকুরীর নিরাপত্তা এবং চাকুরীর সকল সুবিধা ও শর্ত ভোগ করার অধিকার এবং শিক্ষানবিশ হিসাবে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুণঃপ্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার;

ঘ) বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজের ক্ষেত্রে একই আচরণ, সেই সাথে কাজের মান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান আচরণ পাওয়ার অধিকার;

ঙ) বিশেষ করে অবসর গ্রহণ, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা ও বার্ধক্য এবং কাজ করার অন্যান্য অক্ষমতার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং সেই সাথে সচেতন ছুটি ভোগের অধিকার;

চ) সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া নিরাপদ রাখাসহ স্বাস্থ্য রক্ষা এবং কাজের পরিবেশে নিরাপত্তার অধিকার।

২। বিবাহ অথবা মাতৃত্বের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং তাঁদের কাজ করার কার্যকর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যে সকল বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছেঃ

ক) গর্ভধারণ অথবা মাতৃত্ব সংক্রান্ত ছুটির কারণে বরখাস্ত এবং বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা;

খ) বেতনসহ ছুটি অথবা পূর্বেকার চাকুরী, জ্যেষ্ঠতা অথবা সামাজিক ভাতাদি না হারিয়ে তুলনাযোগ্য সামাজিক সুবিধাদিসহ মাতৃত্ব সংক্রান্ত ছুটি প্রবর্তন করা;

গ) বিশেষ করে একটি শিশু পরিচর্যা সুবিধা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের মাধ্যমে, পিতা-মাতাদেরকে তাদের কাজের দায়িত্বের সঙ্গে পারিবারিক দায়িত্ব সংযুক্ত করে নাগরিক জীবনে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক সামাজিক সার্ভিসের ব্যবস্থা উৎসাহিত করা;

ঘ) গর্ভাবস্থায় যে ধরণের কাজ নারীর জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত, গর্ভকালে তাঁদেরকে সে ধরণের কাজ থেকে বিশেষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩। এই ধারায় বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে রক্ষামূলক আইন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আলোকে সময় সময় পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমত সংশোধন, বাতিল অথবা সম্প্রসারণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১২

১। পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সার্ভিসসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক সার্ভিস পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ, স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। একই ধারার অনুচ্ছেদ-১ এর বিধান ছাড়াও শরীক রাষ্ট্রসমূহ, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সার্ভিস প্রদান করে সেই সাথে গর্ভাবস্থায় ও শিশুকে মায়ের দুগ্ধদান চলাকালে পর্যাপ্ত পুষ্টির ব্যবস্থা করে গর্ভাকাল, সন্তান জন্মদানের ঠিক আগে এবং সন্তান জন্মদানের পরে মহিলাদের উপযুক্ত সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ১৩

শরীক রাষ্ট্রসমূহ, পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ, নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ক) পারিবারিক কল্যাণের অধিকার;

খ) ব্যাংক ঋণ, বন্ধক ও অন্যান্য আর্থিক ঋণ গ্রহণের অধিকার;

গ) বিনোদনমূলক কর্মকান্ড, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিকার।

অনুচ্ছেদ ১৪

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ, পল্লী এলাকার মহিলারা যে সব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলো এবং দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের যেসব কাজ উপার্জন হিসাবে গণ্য করা হয় না সেসব কাজ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ যেসব ভূমিকা পালন করেন, সেগুলো বিবেচনা করবে, এবং পল্লী এলাকার নারীদের জন্য এই সনদের বিধান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ, পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ, ও তা থেকে তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, পল্লী এলাকায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এবং বিশেষ করে, এসব নারীর জন্য নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবেঃ

ক) সকল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা;

খ) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ ও সেবা লাভসহ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা লাভের সুযোগ পাওয়া;

গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী থেকে সরাসরি লাভবান হওয়া;

ঙ) কর্মসংস্থান অথবা স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভের সমান সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্ব-সাহায্য গ্রুপ ও সমবায় সংগঠিত করা;

চ) সকল সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা;

ছ) কৃষি ঋণ ও অন্যান্য ঋণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা ও উপযুক্ত প্রযুক্তি লাভের সুযোগ পাওয়া এবং ভূমি ও কৃষি সংস্কার ও সেই সাথে ভূমি পুণঃবন্টন স্কীমের ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করা;

জ) বিশেষ করে গৃহায়ন, পয়ঃনিস্কাশন, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বসবাস সুবিধা ভোগ করা।

অনুচ্ছেদ ১৫

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে সমপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করবে।

২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন নাগরিক বিষয়ে নারীকে পুরুষের বৈধ ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একই সুযোগ দেবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রসমূহ নারীকে চুক্তি সম্পাদনে ও সম্পত্তি দেখাশোনার সমান অধিকার দেবে এবং আদালত ও ট্রাইবুনালে কার্যক্রমের সকল স্তরে তাঁদের সঙ্গে সমান আচরণ করবে।

৩। শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর বৈধ ক্ষমতা সংকুচিত করার লক্ষ্যে প্রণীত আইন ভিত্তিক সকল চুক্তি ও যে কোনো ধরণের ব্যক্তিগত দলিল বাতিল করবে।

৪। শরীক রাষ্ট্রসমূহ সকল নাগরিকের চলাচল এবং আবাসস্থল ও বসতি স্থাপন বেছে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দেবে।

অনুচ্ছেদ ১৬

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ, বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে বিশেষ করে যেসব বিষয় নিশ্চিত করবে, সেগুলো হচ্ছেঃ

ক) বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার;

খ) স্বাধীনভাবে স্বামী/স্ত্রী হিসাবে সঙ্গী বেছে নেয়ার এবং তাঁদের স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিতে বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার;

গ) বিবাহ এবং এর বিচ্ছেদকালে একই অধিকার ও দায়িত্ব;

ঘ) তাঁদের বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে, তাঁদের সন্তান-সন্ততির বিষয়ে, পিতা-মাতা হিসাবে একই অধিকার ও দায়িত্ব; সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়;

ঙ) তাঁদের সন্তান সংখ্যা কত হবে ও সন্তান জন্মদানে কতটা বিরতি দেয়া হবে সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে ও দায়িত্বের সঙ্গে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং বিভিন্ন অধিকার প্রয়োগে সক্ষমতা অর্জনের জন্য তথ্য, শিক্ষা ও উপায় লাভের একই অধিকার;

চ) অভিভাবকত্ব, প্রতিপালকত্ব, ট্রাস্টিশীপ ও পোষ্যসন্তান গ্রহণ, অথবা অনুরূপ ক্ষেত্রে, যেখানে জাতীয় আইনে এসব ধারণা বিরাজমান, একই অধিকার ও দায়িত্ব; সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ;

জ) বিনামূল্যে অথবা মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা, তা অর্জন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ভোগ ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একই অধিকার ।

২। শিশুকাল বাগদান ও শিশু বিবাহের কোনো আইনগত কার্যকারিতা থাকবে না, এবং বিবাহের একটি সর্বনিু বয়স নির্ধারণ ও সরকারী রেজিষ্ট্রিতে বিবাহ রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

১৭. শরিক রাষ্ট্রসমূহ পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে

ক. পারিবারিক কল্যাণের অধিকার; এবং

খ. ব্যাংক ঋণ, বন্ধক ও অন্যান্য আর্থিক ঋণ গ্রহণের অধিকার;

গ. বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়ে নারীর অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করবে । (ধারা ১৩)

১৮। শরীক রাষ্ট্রসমূহ, পল্লী এলাকার মহিলারা যেসব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের যেসব কাজ উপার্জন হিসেবে গণ্য করা হয় না সেসব কাজ এবং পরিবারে অর্থনৈতিক কার্যক্রম তারা গুরুত্বপূর্ণ যেসব ভূমিকা পালন করেন সেগুলো বিবেচনা করবে এবং পল্লী এলাকার নারীদের জন্য এই সনদের বিধান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । (ধারা ১৪/১)

১৯. শরিক রাষ্ট্রসমূহ পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও তা থেকে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, পল্লী এলাকায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এসব নারীর জন্য নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবে;

ক. সকল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা;

খ. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ ও সেবা লাভসহ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা লাভের সুযোগ পাওয়া;

গ. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী থেকে সরাসরি লাভবান হওয়া;

ঘ. উপযোগী শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণসহ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল ধরণের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা এবং সেই সাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল সামাজিক ও সম্প্রসারণ সার্ভিসের সুবিধা লাভ করা;

ঙ. কর্ম সংস্থান অথবা স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভের সমান সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্ব- সাহায্য গ্রুপ ও সমবায় সংগঠিত করা;

চ. সকল সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা;

ছ. কৃষি ঋণ ও অন্যান্য ঋণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা ও উপযুক্ত প্রযুক্তি লাভের সুযোগ পাওয়া এবং ভূমি ও কৃষি সংস্কার ও সেই সাথে ভূমি পুনর্বন্টন স্কিমের ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করা;

জ. বিশেষ করে গৃহায়ন, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বসবাস সুবিধা ভোগ করা (ধারা ১৪/২)

২০। শরিক রাষ্ট্রসমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে সমকক্ষ হিসেবে বিবেচনা করবে।

২১। শরিক রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন নাগরিক বিষয়ে নারীকে পুরুষের বৈধ ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে এবং সেই ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একই সুযোগ দেবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রসমূহ নারীকে চুক্তি সম্পাদনে ও সম্পত্তি দেখাশোনার সমান অধিকার দেবে এবং আদালত ও ট্রাইব্যুনালে কার্যক্রমের সকল স্তরে তাদের সঙ্গে সমান আচরণ করবে।

২২। শরিক রাষ্ট্রসমূহ নারীর বৈধ ক্ষমতা সংকুচিত করার লক্ষ্যে প্রণীত আইনভিত্তিক সকল চুক্তি ও যে কোনো ধরণের ব্যক্তিগত দলিল বাতিল করবে।

২৩। শরিক রাষ্ট্রসমূহ সকল নাগরিকের চলাচল এবং আবাস্থল ও বসতি স্থাপন বেছে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দেবে।

২৪। শিশুকাল বাগদান ও শিশু বিবাহের কোনো আইনগত কার্যকারিতা থাকবে না এবং বিবাহের একটি সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ ও সরকারি রেজিষ্ট্রিতে বিবাহ রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (ধারা ১৬/২)

সিডও সনদ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

উনিশ শতকে বিশেষ করে ২য় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিক থেকে নারী অধিকার আন্দোলন জোরদার হতে থাকে।পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় নারী অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সনদও গৃহীত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭৯ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয়। সিডও সনদের ৩০টি অনুচ্ছেদকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে বর্ণিত হয়েছে সমতা ও বৈষম্যহীনতার নীতি, ২য় ভাগে অধিকারসমূহ এবং ৩য় ভাগে প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি এবং দায়দায়িত্ব। সনদে অনুমোদনকারী রাষ্ট্রকে সনদে স্বাক্ষরের সাথে সাথে একটা 'দায়বদ্ধতার নীতি'তে আবদ্ধ হতে হয়। সনদটি মূলত সমতা, সাম্য ও রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতার একটি কাঠামো মাত্র। স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহকে দুই ভাবে পরীবীক্ষণ করা হয়ে থাকে:

- আন্তর্জাতিকভাবে ২৩ সদস্যবিশিষ্ট সিডও কমিটির মাধ্যমে।
- জাতীয়ভাবে সিভিল সোসাইটি কর্তৃক প্রদত্ত ছায়া প্রতিবেদন (Shadow Report) এর মাধ্যমে।

সিডও কমিটির গঠন

- ২৩ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে কমিটি গঠিত হয়।
- বিশেষজ্ঞ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভৌগলিক সমবন্টন এবং বিভিন্ন জাতি ও আইন পদ্ধতির(legal system) প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি বিবেচিত হয়।
- সাধারণত রাষ্ট্রপক্ষসমূহ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিটি সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে থাকলেও তারা নিজ দেশের প্রতিনিধি হিসাবে নয় বরং স্বীয় যোগ্যতা বলে কাজ করে যান।
- কমিটি সদস্যগণ ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।
- পূর্ণাঙ্গ কমিটি বছরে ২ বার জানুয়ারি ও জুলাই মাসে নিউইয়র্কে ৩ সপ্তাহের জন্য সভায় মিলিত হয়।

প্রতিবেদন পরীক্ষা পদ্ধতি ও ধাপ

- সনদের ১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে সনদ অনুমোদনের বা সম্মতি জ্ঞাপনের এক বছরের মধ্যে সিডও কমিটির নিকট প্রথম প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। প্রাথমিক প্রতিবেদনের প্রথম অংশে থাকে রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত কাঠামো এবং সনদ বাস্তবায়নের কাজে ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় অংশে থাকে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ পালনে গৃহীত পদক্ষেপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশের কমপক্ষে চার বছর পর বা কমিটি যখন চায় তখন অগ্রগতিসূচক প্রতিবেদন পেশ করতে হয়।

  উল্লেখ্য যে,১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর সিডও সনদ স্বাক্ষর করার পর ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রথম সাময়িক বা পিরিওডিক প্রতিবেদন পেশ করা হয়

১৯৯৩ সালে। ১৯৯৬ সালে দ্বিতীয় প্রতিবেদন পেশ করা হয়। বিলম্বের কারণে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিবেদন একসাথে পেশ হয় ১৯৯৭ সনে। পঞ্চম পিরিওডিক প্রতিবেদন ২০০১ সালের জুনে দেয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে সিডও কমিটিতে পেশ হয় এবং সরকারের প্রতিবেদনের পাশাপাশি বাংলাদেশের ৩টি মানবাধিকার সংগঠন (বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলাপমেন্ট এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র) মিলিতভাবে একটি ছায়া প্রতিবেদন তৈরী করে সিডও কমিটিতে পাঠায়।

- এ প্রতিবেদনসমূহ বিবেচনা করার জন্য কমিটি একটি অধিবেশনপূর্ব ওয়ার্কিং গ্রুপ (working groups) প্রতিষ্ঠিত করে। এ ওয়ার্কিং গ্রুপ এর কাজ হলো বিবেচ্য বিষয়ে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা যা প্রতিবেদন পেশকারী রাষ্ট্রের কাছে অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই পাঠাতে হয়।এ প্রশ্নগুলো জাতীয় প্রতিবেদনের তথ্যের ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে। ফলে প্রতিবেদন পেশকারী রাষ্ট্র অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উত্তর প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়।

- এরপর আনুষ্ঠানিক অধিবেশনে রাষ্ট্রপ্রতিনিধিকে রিপোর্টটি মৌখিকভাবে তুলে ধরার জন্য সুযোগ দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেদন পরীক্ষার ক্ষেত্রে সিডও কমিটির এক এক সদস্য এক এক রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকে। তিনি অন্য সদস্যদের এ বিষয়ে ব্যখ্যা দেন। আবার অনেক সময় কমিটি বিশেষজ্ঞ সংস্থার কাছ থেকে তথ্য চাইতে পারেন। এরপর কমিটি সরকারী প্রতিবেদনের পাশাপাশি ছায়া প্রতিবেদন বা shadow reportও গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করে। UNECOSOC মর্যাদা সম্পন্ন বেসরকারী সংস্থাসমূহের এ সকল আন্তরাষ্ট্রীয় অধিবেশনে 'দর্শক' হিসাবে উপস্থিত থাকার সুযোগ থাকে।

  শ্যাডো রিপোর্ট হলো সিডও স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র প্রণীত সিডও সম্পর্কিত জাতীয় প্রতিবেদনের সম্পূরক বিশ্লেষণধর্মী বেসরকারী বা এনজিও প্রতিবেদন। জাতীয় প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়নি কিংবা অস্পষ্ট বা বিভ্রান্তি করভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এমন সব ইস্যু, পরিস্থিতি বা তথ্য ছায়া প্রতিবেদনে থাকতে পারে। একটি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, নারীর বাস্তব অবস্থা, সনদ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা ইত্যাদি পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে ছায়া প্রতিবেদন সহায়তা করতে পারে। এই প্রতিবেদনের সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বা পদক্ষেপের সমালোচনার পাশাপাশি বিকল্প করণীয় সম্পর্কে সুপারিশও অন্তর্ভুক্ত হয়। সিডও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং নারী অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে এ্যাডভোকেসির জন্য এই ছায়া প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

- উভয় প্রতিবেদনে চুলচেরা বিশ্লেষণের পর কোন অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পেলে কমিটি সরকারের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। পরবর্তীতে কমিটি বেসরকারী সংস্থার সাথে বৈঠকে মিলিত হয় ও সমাপনী মন্তব্য (Concluding Comments) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকারের কাছে প্রেরণ করে। এ সকল মন্তব্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদনে উল্লিখিত ইতিবাচক দিকের প্রতি জোর দেয়া হয় এবং পরবর্তী প্রতিবেদনে রাষ্ট্রের কাছে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ আশা করা হয় তা প্রকাশ করা হয়। সিডও অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নে কমিটির এসকল বক্তব্য আইনী নজিরের সমার্থক হিসাবে কাজ করে। সরকার এই সুপারিশমালার আলোকে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। এখানে উল্লেখ্য যে ৩ সপ্তাহের যে রিভিউ সেশনটি অনুষ্ঠিত হয় তাতে দুই সপ্তাহ বরাদ্দ থাকে রাষ্ট্রের প্রতিনিধির জন্য এবং এক সপ্তাহ থাকে বেসরকারী সংস্থার জন্য।

- আবার কমিটি কোন কোন সময় কোন সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে বা সমসাময়িক বা ক্রস কাটিং কোন বিষয়ে ব্যখ্যামূলক সুপারিশমালা (General Recommendations) প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, কমিটি অক্টোবর ২০০৪ পর্যন্ত ২৫টি ব্যাখ্যামূলক সুপারিশমালা প্রদান করেছে।

  এভাবেই ১৯৮১ সালে কার্যকর হওয়া সিডও সনদ ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে।

ঐচ্ছিক প্রটোকল

সিডও সনদে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহ বাস্তবায়ন তরান্বিত করার জন্য ১৯৯৯ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল (OP-CEDAW) গ্রহণ করা হয়। প্রটোকলটিতে ২১টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।ঐচ্ছিক প্রটোকল (Optional Protocol) যোগাযোগ প্রক্রিয়ার এক বিশেষ ব্যবস্থা, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের জন্য কমিটি **ব্যক্তিগত অভিযোগ গ্রহণ** (Individual

Complaint) ও বিবেচনা করতে পারে এবং গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে **তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি** (Inquiry Procedure) গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি অভিযোগ সম্বন্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন (CSW) এবং সংশ্লিষ্ট সদস্য রাষ্ট্র সরকারকে জানাতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে ও দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। ২০০০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকার এ ঐচ্ছিক প্রটোকলে স্বাক্ষর দান করে। ২০০৭ সালের ১৫ জুন পর্যন্ত ৮৮টি পক্ষরাষ্ট্র এ প্রটোকল গ্রহণ করে।

ব্যক্তিগত অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতি

এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তি কোন সুনির্দ্দিষ্ট অধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সিডও কমিটির কাছে আবেদন জানাতে পারে। এছাড়া সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্মতি সাপেক্ষে অন্য ব্যক্তিও কমিটির নিকট অভিযোগ প্রেরণ করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে প্রমাণ করতে হয় তিনি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে কাজ করছেন। কমিটি ব্যক্তিগত অভিযোগের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখে (অনুচ্ছেদ ২-৭)।

ব্যক্তিগত যোগাযোগের গ্রহণযোগ্যতা

- কোন অভিযোগ গ্রহণ করতে হলে তা বেনামী হতে পারবে না
- যে রাষ্ট্র ঐচ্ছিক প্রটোকলের সদস্য নয়, সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের অভিযোগ বিবেচনা করা হয় না
- সিডও কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার আগে সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিকার নিঃশেষিত হতে হবে
- প্রতিটি অভিযোগে অবশ্যই ঘটনা, আবেদনের উদ্দেশ্য এবং লংঘিত অধিকার বর্ণনা করতে হবে।

তদন্ত পদ্ধতি

এ পদ্ধতি অনুযায়ী সিডও কমিটি নিজ উদ্যেগে বা কোন যুক্তিসঙ্গত তথ্য প্রাপ্তির ভিত্তিতে সিডও সনদে বর্ণিত অধিকার এর 'চরম লংঘন' (grave violations) বা 'ক্রমাগত লংঘন' (systematic violations) এর তদন্ত করতে পারে (অনুচ্ছেদ ৮)।

- তদন্তের জন্য কমিটি সদস্যদের একজন বা কয়েকজনকে নির্বাচিত করে।
- কমিটি স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রকে তদন্তে সহযোগিতার আহ্বান জানাতে পারে। রাষ্ট্রের সম্মতি সাপেক্ষে কমিটি অভিযুক্ত রাষ্ট্র পরিদর্শন করে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা আহ্বান করে। প্রয়োজনে কমিটি সরকারী কর্মকর্তা, বিচারক, বেসরকারী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী এবং সাক্ষীর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে।
- এরপর রাষ্ট্রীয় মতামত এবং প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিবেচনা সাপেক্ষে কমিটি অভিযুক্ত রাষ্ট্রকে পরামর্শ ও সুপারিশমালা প্রদান করে।
- সুপারিশমালা প্রদানের ৬ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে এ অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ কমিটির কাছে পেশ করতে হয়। পরবর্তীতে সিডও কমিটির রিপোর্টে তা প্রকাশ করা হয়।

প্রটোকলের ১০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুমোদনের সময়ই স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্র কেবলমাত্র 'তদন্ত পদ্ধতি'র পরিচালনার ক্ষেত্রে সিডও কমিটির ক্ষমতা অস্বীকার করতে পারে। তবে যেকোন সময় এ অস্বীকার প্রত্যাহার করা যায়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ এ তদন্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে সিডও কমিটির ক্ষমতাকে মেনে নেয়নি।

ঐচ্ছিক প্রটোকল গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন পরীক্ষার পদ্ধতির মাধ্যমেই সিডও কমিটি রাষ্ট্রীয় সম্মতি বিবেচনা করত। কিন্তু ঐচ্ছিক প্রটোকলের আওতায় রাষ্ট্র ও নারীর সম্পর্কের উন্নয়ন কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মর্জির উপর নির্ভরশীল নয় বরং রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারী অধিকার প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের স্বচ্ছতা নির্ধারণের ক্ষেত্র তৈরী করে। তাই এ ঐচ্ছিক প্রটোকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে নিজ নিজ দেশে নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্যমূলক আইনী ব্যবস্থা পরিবর্তন ও আইনী সমতার ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করবে এবং বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে সুগম করবে।